একটি মাছের দাম ২ কোটি!

1

মাছটিকে আরও সুন্দরী করে তুলতে প্লাস্টিক সার্জারিও করা হচ্ছে

যে টাকায় একটা প্রাইভেট জেট বা বিশাল অট্টালিকা কিনে ফেলা যায়, সেই টাকায় মাত্র একটা মাছ? কোটি কোটি পতিদের অবশ্য এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। বর্তমানে এটাই নাকি তাঁদের স্ট্যাটাস সিম্বল! মাছটির দাম প্রায় দু'কোটি বিশ লক্ষ টাকা। নাম এশিয়ান অ্যারোয়ানা, বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান জলজ প্রাণী এটি। এশিয়ার এলিটদের মধ্যে নাকি এই মাছটিকে ঘিরে ক্রমেই উৎসাহ বাড়ছে।

কঠিন নাম মনে রাখতে না পারলে, ড্রাগন ফিশ নামটাই মনে রাখতে পারো। কারণ, মাছগুলিকে বলা হচ্ছে ড্রাগন ফিশ। আশির দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় তিন ফুট লম্বা মাছগুলির প্রজনন শুরু হয়েছিল। আগে এগুলি ঠিক পোষ্য মাছ ছিল না। হঠাৎ করে কে বা কারা যেন রটিয়ে দেয়, এই মাছ বাড়িতে রাখলে নাকি সমৃদ্ধি বাড়ে, বাড়ে ধনসম্পদ। এবং তারপরই হইহই রইরই করে অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখা শুরু হয়।

মাছগুলিকে আরও সুন্দর করে তোলার কেউ কেউ আবার প্লাস্টিক সার্জারিও করিয়ে নিচ্ছেন। কোনো মাছের চোখ বাঁকা হলে কিংবা মাছের মুখ মালিকের পছন্দ না হলে মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় হাজারের মধ্যে সার্জারি করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

ড্রাগন ফিশ বিশেষজ্ঞ এমিলে ভোগেট জানিয়েছেন, মাছটিকে নিজের বাড়ির অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখার জন্য একসময় প্রবল উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। দাম বেড়ে হয়েছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ। সিঙ্গাপুরের বাজারে এগুলির গড়পড়তা দাম ৫২ লক্ষ টাকা।

বিরল প্রজাতির এই মাছটি পৃথিবী থেকে হারিয়েই যেতে বসেছিল। ১৯৭৫ সালে ১৮৩টি দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে মাছটির বেচাকেনা বন্ধ হয়। এই মাছকে ঘিরে অপরাধও সংঘটিত হতে শুরু করে এরপর। সিঙ্গাপুরের বাজারে চারটি মাছ চুরি নিয়ে বড়সড় তদন্তও হয়েছিল। মালয়েশিয়ায় একজন অ্যাকোরিয়ামের মালিককে খুন পর্যন্ত করা হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, চিনে সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে এই মাছটিকে ঘিরে।

123 বন্ধুরা, 1 থেকে 41 পর্যন্ত যোগ করে দ্যাখো তো, কী দেখতে পাও!

যোগ করো রং ভরো

2

3

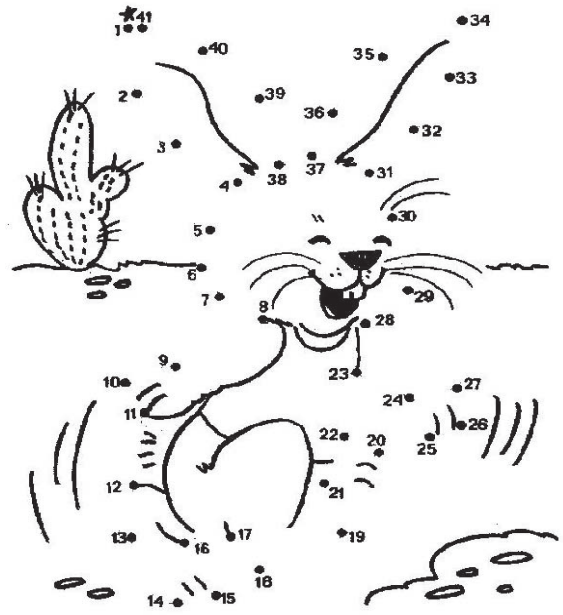

ছবি দেখে নাম বলো

জন্ম ৯ অক্টোবর। একজন স্বনামধন্য ভারতীয় সরোদবাদক তথা শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ। ২০০১ সালে তাঁকে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মবিভূষণে ভূষিত করা হয়। ইনি কে?

জা ম আ দ লি আ ন খা

৩০ সেপ্টেম্বর-এর উত্তর ঃ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

শংকর-এর সহজ পাঠ

4

5

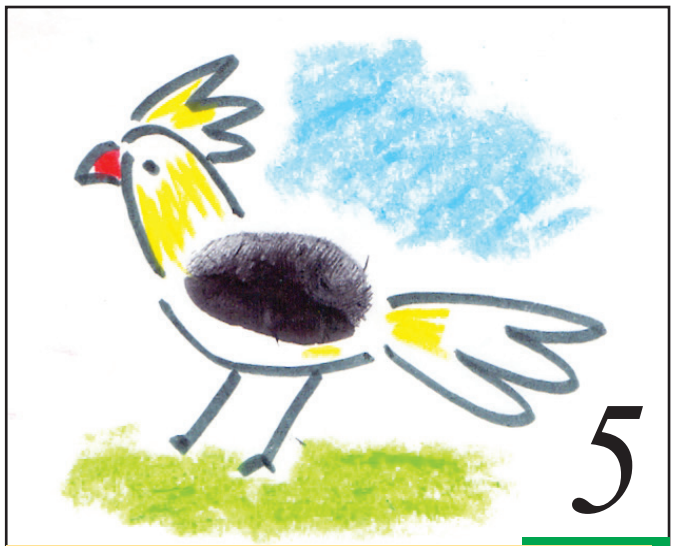

উপরের ছবিটার মতো তুমিও আঁকতে চাও? খু-উ-ব সহজ। একটি পাত্রে নানা রঙের জল রং নাও। তারপর আঙুলে আলতো করে রং লাগিয়ে কাগজে আঙুল চেপে ধরো। তারপর স্কেচ পেন দিয়ে যেমন যেমন আঁকা হয়েছে তেমন তেমন এঁকে ফেলো। বেশ মজা, তাই না!

6 তোমাদের লেখাজোখা

কুইজ

পড়ে জেনে নাও

১. রজনীতে জন্ম তার দিবসে মরণ
বিনাশ্রমে শূন্যপথে করে সে ভ্রমণ।
২. হউরি মউরি চৌরি ঘর
আট কন্যার এক বর।
৩. অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে সর্বলোকে
খায়, বুড়োতে খেলে করে হায় হায়,
যুবক খেলে লজ্জায় মরে যায়।
৪. কাঁচায় তুলতুল পাকায় সিঁদুর
বলো দেখি জিনিসটা কী?

উত্তর
১. তারা, ২. ছাতা, ৩. আছাড় খাওয়া, ৪. মাটির হাড়ি

ভাণ্ডারের কাণ্ড

7

একবার ভাণ্ডারে নামে একটি ছেলে এল শান্তিনিকেতনে। সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কখনো দেখেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথকে দেখেই সে ছুটে গেল। জোর করে তাঁর হাতে কী যেন একটা গুঁজে দিল। একটু দূর থেকে সৈয়দ মুজতবা আলী ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভাণ্ডারেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, গুরুদেবকে কী দিলি?

একথা শুনে ভাণ্ডারে আকাশ থেকে পড়ল। গুরুদেব আবার কে? ও তো সন্ন্যাসী। আমি ওঁকে একটা আধুলি দিয়েছি। মা বলেছেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের দান করতে হয়।

স্কুলে মজার ঘটনা, অভিজ্ঞতা, ধাঁধা, ১৫০ শব্দের গল্প, ১২ লাইনের ছড়া, আঁকা ছবি যা খুশি পাঠাও অবশ্যই নাম, ক্লাস ও স্কুলের নাম সহ-ইচ্ছেডানা, ১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কল-২৬,
ই-মেল ichchhedanaubs@gmail.com (পিডিএফ ফর্মাটে)

তোমাদের রেখায়, তোমাদের লেখায়

ইকিড় মিকিড়

যেকোনো বিষয়ে ছড়া (১২ লাইনের মধ্যে), গল্প (১৫০ শব্দের মধ্যে), আঁকা ছবি (এ-৪ সাইজের মধ্যে), ধাঁধা, জোকস অথবা রকমারি মজার তথ্য, অভিজ্ঞতা, স্কুলে মজার ঘটনা প্রভৃতি পাঠাতে পারো। সঙ্গে অবশ্যই তোমার নাম-সহ ক্লাস, স্কুলের নাম এবং যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর উল্লেখ করবে। লেখা-আঁকা প্রকাশিত হবে মাসিক **'তথ্যকেন্দ্র'** পত্রিকায়।

আঁকা, লেখা পাঠাও-ইকিড় মিকিড়, প্রযত্নে তথ্যকেন্দ্র,
১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬।
ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২৪১৯২৩৫৮,
ই-মেল ঃ **ikirmikirtk@gmail.com** (পিডিএফ)